পবিত্র কোরআনে হুদ (আ:) ও আ'দ জাতির ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: "পবিত্র কোরআনে হুদ (আ:) ও আ'দ জাতির ঘটনা-৫"

আ'দ ছিলো আরবের প্রাচীনতম জাতি। আরবের সাধারণ মানুষের মুখে মুখে এদের কাহিনী প্রচলিত ছিল। ছোট ছোট শিশুরাও তাদের নাম জানতো। তাদের অতীত কালের প্রভাব প্রতিপত্তি ও গৌরব-গাঁথা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। এরপর তাদের নাম-নিশানা মুছে যাওয়াটাও প্রবাদের রূপ নিয়েছিল। তাদের এ বিপুল পরিচিতির কারণেই "আদি" শব্দটি আরবী ভাষায় ব্যবহার হয় প্রাচীন ও পুরাতন জিনিসের জন্য। প্রাচীন ধংসাবশেষকেও "আদিয়াত" বলা হয়। আরবি কবিতায় এ জাতির নামের ব্যবহার প্রচুর পাওয়া যায়।

এদের বাসস্থান ছিল "আহকাফ" এলাকা। হিজাজ, ইয়ামান ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী "রাবয়ুল খালীর" দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এখান থেকে অগ্রসর হয়ে আ'দ জাতি ইয়ামনের পশ্চিম সমুদ্রোপকূল এবং ওমান ও হাজরা মাউত থেকে ইরাক পর্যন্ত নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিস্তৃত করেছিল। হাজরা মউতের এক জায়গায় হুদ (আ:) এর একটি কবরও পরিচিতি লাভ করেছে। আ'দ জাতিকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করে দিয়েছিলন তাদের কুকর্মের জন্য। এদেরকে প্রথম আ'দ বলা হয়। হুদ (আ:) এর সাথে যাদেরকে আল্লাহ বাঁচিয়েছিলেন তাদেরকে দ্বিতীয় আ'দ বলা হয়। তারা ছিলেন হুদ (আ:) অনুসারী।

১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে James R Wellsted ইংরেজ নৌসেনাপতি "হিসনে গুরারে" একটি পুরাতন স্মৃতি ফলকের সন্ধান লাভ করেন। স্মৃতি ফলকটি হজরত ঈসা (আ:) এর জন্মের ১৮ শত বছর পূর্বের মনে করা হচ্ছে। এ স্মৃতি ফলকে লেখা এটা প্রমাণ করে যে, এই এলাকায় হজরত হুদ ও আ'দ জাতির বাসস্থান ছিল। স্মৃতি ফলকের লেখা নিম্নরূপ:

"আমরা সুদীর্ঘকাল এই দুর্গে এমন অবস্থায় অতিবাহিত করেছিলাম যখন অভাব অনটন আমাদের জীবন থেকে ছিলো অনেক দূরে। আমাদের খালগুলো নদীর পানিতে ভরে থাকতো এবং আমাদের শাসকগন এমন ধরণের বাদশাহ ছিলেন, যারা ছিলেন অসৎ চিন্তা মুক্ত এবং দুস্কৃতিকারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী প্রতি কঠোর মনোভাবাপন্ন। তারা হুদের শরীয়ত অনুযায়ী আমাদের উপর শাসনকার্য পরিচালনা করতেন এবং উত্তম ফয়সালা সমূহ একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করে নিতেন। আমরা মুজিযা ও মৃত্যুর পর পুনরুথানের প্রতি ঈমান রাখতাম।"

প্রাচীন প্রথম আ'দ (যাদের ধ্বংস করা হয়েছিল), তারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মেনে নিতো, কিন্তু তার (আল্লাহর) সাথে শরীক করতো। কাউকে "বৃষ্টির" দেবতা, কাউকে "বায়ুর" দেবতা, কাউকে "ধনসম্পদ" দেবতা, কাউকে "রোগের" দেবতা ইত্যাদিকে আল্লাহর সাথে শরীকদার বানিয়ে নিয়েছিল।

ঠিক আজকাল যেমন কোনো মানুষকে অথবা মূর্তিকে দেবতা বানানো হয় "গাউস" (ফরিয়াদ শ্রবণকরী) "দাতা", "বিপদ মোচনকারী", "গনজ বখশ", (গুপ্ত ধনভাণ্ডার) দানকারী ইত্যাদি।

মক্কার মুশরিক ও কুরাইশরাও আল্লাহকে সৃস্টিকর্তা হিসাবে মেনে নিত। কিন্তু তাঁর সাথে এমন অসংখ্য মূর্তি বানিয়ে তাদেরকেও শরীকদার মনে করতো এবং এ সমস্ত দেব-দেবী,সমাজপতি, রাষ্ট্রপতির পূজা অর্চনা করতো। নূহ (আ:) এর পরে আ'দ জাতি এ সমস্ত শিরকী কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে অনাচার, জুলুম, নিপীড়ন ও অত্যাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এদেরকে সংশোধন ও সতর্ক করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা হুদ (আ:) কে প্রেরণ করেন।

বিভিন্ন সুরার উল্লেখিত আদ জাতি ও হযরত হুদ (আ:) এর দাওয়াত জাতির জওয়াব এবং পরিণামে সংক্রান্ত আয়াতগুলো কয়েকটি খণ্ডে পেশ করা হবে ইনশাল্লাহ।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u>

১. আদ, সামুদ এবং লুত সম্প্রদায় ও প্রত্যাখ্যান করেছিল রাসূলদের।

আদ, ফেরাউন, ও লূতের সম্প্রদায়, (সূরাঃ ক্বাফ ৫০:১৩)

২. নিদর্শন রয়েছে আদ সম্প্রদায়ের ঘটনাতেও। আমরা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম এক বন্ধ্যা ঝড়।

এবং নিদর্শন রয়েছে তাদের কাহিনীতে; যখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম অশুভ বায়ু।
(সূরা আল-যারিয়াত ৫১:৪১)

৩. তা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল, সবই ধূলিস্যাত করে দিয়েছিল।

এই বায়ু যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিলঃ তাকেই চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিয়েছিল। (সূরা আল-যারিয়াত ৫১:৪২)

৪. তিনিই হালাক (ধ্বংস) করেছিলেন প্রথম আদকে।

তিনিই প্রথম আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, (সূরা আন-নাজম ৫৩:৫০)

৫. আদ জাতিও রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এর ফলে কেমন ছিলো আমার আযাব আর সতর্কবানী।

আদ সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কেমন কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (সূরাঃ আল-ক্বামার ৫৪:১৮)

৬. আমরা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম ঝড়ো বায়ু এক বিরামহীন দুভাগ্যের দিনে।

আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্জাবায়ু এক চিরাচরিত অশুভ দিনে। (সূরাঃ আল-ক্বামার ৫৪:১৯)

৭. সে ঝড় মানুষকে উৎখাত করে রেখে দিয়েছিল সমূলে উৎপাটিত খেজুর গাছের কান্ডের মতো।

তা মানুষকে উৎখাত করছিল, যেন তারা উৎপাটিত খর্জুর বৃক্ষের কান্ড। (সূরাঃ আল-ক্বমর ৫৪:২০)

৮. ফলে কেমন ছিলো আমার আযাব ও সতর্কবাণী।

অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (সূরাঃ আল-ক্বামার ৫৪:২১)

৯. আমরা কুরআনকে বুঝা ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে সহজ করে দিয়েছি,অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি ?

আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি ? (সূরাঃ আল-ক্বামার ৫৪:২২)

সূরা আল কামারে বিভিন্ন নবীর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, সৃষ্টির বৈচিত্র বর্ণনা করা হয়েছে এবং পরে বলা হয়েছে," আমরা কুরআনকে বুঝা ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে সহজ করে দিয়েছি অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি।" একই ভাষায় ৪ বার বলা হয়েছে। বার বার স্মরণ করে দেয়া, এটা কুরআনের বিশেষত। সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন, আমরা কুরআনের উপদেশ গ্রহণ করি এবং সে মোতাবেক নিজেদের আমল সহীহ করে নিই।

আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/